Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 259 - 265
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ রাজনীতির ময়দানে বউছি খেলার জনপ্রিয়করণ

রাসবিহারী জানা
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rashbiharijana1993@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Bouchi, Bou Basanti, Sita Haran, Folk Game of Bengal, Game of Gentleman.

Abstract
Bengali Folk game is one of the most important parts of Bengali's cultural life, especially rural peoples. For which, we cannot imagine the social culture of Bengal without folk games, but the unfortunate thing is that these folk games are no longer seen in the fields of Bengal, as if they have disappeared. There was a time in Bengal when the young and old people used to play and enjoy these folk games. Among these games of the common people of rural Bengal, on the one hand, there were Danguli, Daryabanda, Marble, Kanamachi, on the other hand, very interesting game Bouchi was popular there. But this bouchi game was not only limited to the play grounds of rural Bengal, it had practical application in the arena of gentry social politics of colonial Bengal. Where the gentlemen played a similar game with the British in the social and political arenas of the late 19th century centered on the emerging new bhadra mahila. In this essay, I will try to find out how this bouchi game became popular in the rural culture of colonial Bengal as well as in the social culture of the urban gentlemen.

Discussion

ভূমিকা : খেলা কেবল আজ মাঠের মধ্যে দুই বা ততোধিক খেলোয়াড়ের প্রতিযোগিতা নয়, এর মধ্য দিয়েও যে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সহ একাধিক বিষয় প্রতিফলিত হয় সে বিষয়টি আজ আর কারো অজানা নয়। আবার যদি তা হয় বাংলার লোকক্রীড়া, তাহলে তো কোন কথাই নেই। কারণ ওয়াকিল আহমেদ[১], শঙ্কর সেনগুপ্ত[২], অসীম দাস[৩], বরুণ চক্রবর্তী[৪] সহ একাধিক লোকসংস্কৃতবিদ বাংলার লোকক্রীড়া বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাংলার অনেক অতীত ইতিহাস, জীবনের অনুকৃতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরেছেন। তবে তাদের সেই গবেষণায় বউছি খেলার নানান রূপ সহ লুকিয়ে থাকা কিছু বিষয় আলোচিত হলেও আমার মনে হয় তাকে বউছি খেলার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ বলা যায় না। কারণ তাদের সেই গবেষণায় বউছি খেলার মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুরুষতন্ত্রের ভূমিকা, নারীদের বন্দী জীবন সহ একাধিক বিষয় আলোচিত হয়নি। অথচ বউছি খেলার মধ্য দিয়ে পরিবারের মধ্যে রক্ষাকারী হিসাবে পুরুষের ভূমিকা

ও নারীদের বন্দী জীবনের বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া উনিশ ও বিশ শতকের গ্রাম বাংলার সমাজ সংস্কৃতির পাশাপাশি এই জনপ্রিয় বউছি খেলা কিভাবে শহুরে বসবাসকারী ভদ্রলোকিয় সমাজ রাজনীতির বাস্তব ময়দানে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেই বিষয়টিও আজ পর্যন্ত ইতিহাসচর্চার মূলস্রোতে সেভাবে আসেনি। যে বিষয়গুলিকে আমি আমার এই প্রবন্ধে বাংলার জনপ্রিয় লোকক্রীড়া বউছি খেলাকে ব্যাখ্যা করে এবং ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিশ্লেষণ করে বোঝবার চেষ্টা করেছি। তবে বলে নেওয়া ভালো যে আমার এই গবেষণা মূলত ক্ষেত্র সমীক্ষা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির প্রধান উপাদান সাহিত্য ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার উপর নির্ভর করে নির্মিত হয়েছে।

এখন পাঠক মানে প্রশ্ন হবে লোকক্রীড়া বিষয়টি কি? কারাই বা এই খেলা খেলেন? আমরা যদি লোকক্রীড়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ চয়ন করি তাহলে সেখানে প্রথমেই আসবে Folk-game শব্দটি। যা Folklore এর এক অন্যতম অংশ। এই Folklore শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ডাবলু. জে. থমস *দা এথিনেনম পত্রিকায়* ১৮৪৬ সালে। যাকে বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক কে. ঘোষ এবং পি. মল্লিক অর্থ করেছেন Folk- unlettered mass এবং lore- learning[৫]. অর্থাৎ এদের মতে লোকসংস্কৃতি হল পুঁথি থেকে শিক্ষা অর্জনের অনীহা ব্যক্তিবর্গদের (unlettered) মৌখিক ভাবে শিক্ষা অর্জন করবার এক মাধ্যম। সুতরাং ঘোষ ও মল্লিকের মত অনুযায়ী আমরা বাংলার লোকক্রীড়াকে (Folk-game) সাধারণ মানুষ (শিক্ষা অর্জনের অনীহা ব্যক্তিবর্গদের) জীবন সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ধরে নিতে পারি।

বাংলার এই লোকক্রীড়ার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ড. অসীম দাস বলেছেন,

> “ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ভলি প্রভৃতি ক্রীড়াগুলির আমাদের দেশেও রূপরীতির ব্যতিক্রম নেই। এই ক্রীড়াগুলিকে উপভোগ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে ইকির মিকির, ডাঙ্গুলি, হাডুডু, গাদি বউ বসন্তী প্রভৃতি ক্রীড়াগুলিকে এক এক অঞ্চলে এক এক রূপরীতিতে খেলা হয়। এক অঞ্চলের নিয়মকানুন অন্য অঞ্চলের মনঃপুত নয়। এই জাতীয় ক্রীড়াগুলিকেই আমরা লৌকিক ক্রীড়া বলতে চাই।”[৬]

অলোক কুমার ব্যানার্জির মতে লোকক্রীড়া হল—

> “...প্রাচীন খেলাধুলা যা মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয় নিয়মকানুনের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রসারিত হয় না, মানুষের জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে এক যুগ থেকে অন্যযুগে সঞ্চারিত হয়ে যায়, যা জীবনের অনুকৃতির প্রতীকিরূপ এবং যার মধ্যে ফ্যান্টাসি ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তি সেই ক্রীড়াগুলিই লোকক্রীড়া।”[৭]

আবার এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন,

> “আঞ্চলিকতার পরিচয় বিশিষ্ট, সহজলভ্য উপকরণ নির্ভর অথবা উপকরণ বিহীন, ছড়া সম্পৃক্ত অথবা ছড়াবিহীন, ঐতিহ্যানুসারে যে ক্রীড়া নমনীয় নিয়মানুসারে গৃহ্যাভান্তরে অথবা প্রকৃতির উষ্ণ সান্নিধ্যে অনুষ্ঠেতব্য, সাধারণভাবে যে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারীদের নিবিড় অনুশীলন অথবা শিক্ষা নবিশীর প্রয়োজন হয় না, যাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছেলে মেয়ে কিংবা উভয় লিঙ্গের খেলোয়াড়দের দৈহিক পুষ্টি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয়, যা আপাত ভাবে গুরুত্বহীন অথচ সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় যে খেলায় জীবনের অনুকৃতি কিংবা ফেলে আসা অতীত জীবন চর্চার পুনরভিনয় লক্ষিত হয়, যাতে আমাদের আর্থ সামাজিক ইতিহাসের প্রত্নাবশেষের সন্ধান লভ্য, তাই হল লোকক্রীড়া।”[৮]

অর্থাৎ এই সকল পন্ডিতবর্গদের মতের নির্যাস অনুযায়ী লোকক্রীড়া হল সহজ সরল পদ্ধতিযুক্ত, সহজলভ্য উপকরণ সমৃদ্ধ সেইসব ঐতিহ্যবাহী খেলা যা স্থান কালের সীমানা অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক জীবন সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। যার মধ্য দিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষ বিনোদনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও শরীর চর্চা অর্জন করে থাকেন। এই খেলাগুলি হল যথা - ডাংগুলি, হা-ডু-ডু, লাঠি খেলা, বউছি, কিতকিত, আব্দুল, রান্নাবাটি, পুতুল খেলা প্রভৃতি। তবে এই খেলাগুলি কেবল মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা সমাজ রাজনীতির ময়দানেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যা নিম্নলিখিত বউছি খেলা সম্পর্কিত আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঔপনিবেশিক বাংলার প্রকৃতির কোলে বউছি খেলা :

বউছি খেলা হল বাংলার ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় এক খেলা। এই খেলা আজ থেকে প্রায় এক থেকে দেড় দশক আগে পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ সমাজ সংস্কৃতিতে স্বগরিমায় প্রচলিত ছিল, যার মধ্য দিয়ে ১০ থেকে ১৫ বছরের বালক বালিকারা বিকেলবেলা হিংসা বিদ্বেষ ভুলে খেলায় অংশগ্রহণ করে নিজেরা আনন্দ অভিলাশে মেতে উঠতো এবং বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতাদেরও আনন্দ দিতো। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী খেলা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং তা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলায় কতটা জনপ্রিয় ছিল সে বিষয়টি এই গবেষকের পক্ষে অন্বেষণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই ঐতিহ্যবাহী খেলা উনিশ ও বিশ শতকের বাংলায় যে স্বগরিমায় জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ বিভিন্ন সাহিত্য, আত্মজীবনী ও বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। যেমন এই পর্বের অন্যতম লেখক দিনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩), তার আত্মজীবনীমূলক এক সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ করা খেলার বিবরণ দিতে গিয়ে এই খেলার এক বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। যেখানে তিনি লিখেছেন –

> ‘‘নবান্নের দিন.... একদল ‘চামচু’ খেলিতে আরম্ভ করিল। একজন ‘বুড়ী’ হইয়া বসিল, আর একজন তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথাটা দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া বুড়ীর পাহারায় নিযুক্ত হইল; ইতিমধ্যে বিপক্ষদলের একটি ছেলে এক দমে ‘চু-উ-উ’ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া সকলকে তাড়া করিয়া বুড়ীকে মুক্তি দানের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে বুড়ী উঠিতে সাহস করিল না। ধরা পড়িলেই তাহাদের দলের পরাজয়! কিন্তু বুড়ি যে দলে আসিয়া বসিয়াছিল, সেই দলের ছেলেরা ‘মরিবার’ তরে বিপক্ষদলস্থ ‘চু–উ’ শব্দে ধাবমান বালকটির স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দূরে দূরে পলায়ন করিতে লাগিল; ‘বুড়ী’ একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল, নিকটে কেহ নাই- তাহার পথ মুক্ত! সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া উর্ধ্বশ্বাসে নিজের কোটে পলাইয়া গেল। বিপক্ষদের কেহ কেহ তাহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় ছুটিয়াছিল; কিন্তু তাহারা পশ্চাতে যেমন শুনিল- ‘চু-উ-উ-উ’, ‘অমনি চক্ষুর নিমিষে দূরে পলাইয়া বাঁচিলেও বুড়ী নিজের কোটে পা দিবামাত্র তাহাদের পরাজয় হইল।’’[৯]

এছাড়াও বিশ শতকের গোড়ায় বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ‘বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ’ প্রবন্ধে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে বিক্রমপুর অঞ্চলের বিভিন্ন খেলার পাশাপাশি বউছি খেলারও এক সুন্দর রূপ তুলে ধরেছেন। যেখানে তিনি তৎকালীন সময়ে জনপ্রিয় এই খেলার এক চিত্র অঙ্কন করে খেলাটির বিশেষত্বও তুলে ধরেছেন।[১০]

এখন পাঠক মনে প্রশ্ন হবে চামচু খেলার সঙ্গে বউছি খেলার সম্পর্ক কি? আসলে এই চামচু খেলা হল বউছি খেলারই এক রূপ। বাংলার লোকক্রীড়াগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম ধারণ করায় নামের এই তারতম্য, যে বিষয়টি অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গরাই স্বীকার করেছেন। বউছি খেলা কেবল চামচু খেলা নামে পরিচিত নয় এর পাশাপাশি এই বউছি খেলা ‘বউ-বসন্তি’, ‘বউকপাটি’, ‘বৌসি’, ‘সীতা হরণ’, ‘বউমারি’ ও বাংলাদেশে ‘বুড়িছুট’, ‘বউগোলা’, ‘লাগোদারা’, ‘থুম’ নামে পরিচিত।[১১] এই খেলাটি প্রধানত দুটি দলের খেলা। বাংলার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দলবন্টন করে এই খেলায় অংশগ্রহণ করত। তাদের দলবন্টনের বিভিন্ন পদ্ধতিও ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বংশ পরম্পরায় চলে আসা বাটা পদ্ধতির কথা বলা যায়। যার বিস্তারিত বিবরণ বিনদেশ্বর দাশগুপ্ত ও দিনেন্দ্রকুমার রায়-এর লেখনী থেকে পাওয়া যায়। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথমে দুজন রাজখেড়ু নির্বাচন করা হত এবং এই দুজন নির্বাচিত রাজখেড়ুর অধীনে সব খেলোয়াড় দু'দলে ভাগ হয়ে যেত। দুজন রাজখেড়ু এক জায়গায় বসে থাকতো এবং অপরদিকে দুজন করে খেলোয়াড়রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল করে দূরে গিয়ে তাদের নিজেদের নাম নির্ধারণ করত। তবে একই নাম দুবার হত না। এই খেলায় নামগুলি দেওয়া হত বিশেষ করে বন্দুক ও কামান, গাছ ও মাছ, ফুল ও ফল, আম ও জাম, আম ও কাঁঠাল, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রাজখেড়ুর সম্মুখে এসে বলতো, ‘ডাক ডাক কিসকো ডাক’। তখন রাজখেড়ু বলতো ‘হামকো ডাক’। এরপর আবার প্রশ্ন উঠত বন্দুক নেবা না কামান নেবা। তারপর রাজখেড়ু বন্দুক ও কামানের মধ্যে একজনকে বেছে নিতো। তারপর আবার একদল এসে অনুরূপ প্রশ্ন করত। এরপর অন্য রাজখেড়ু এদের মধ্যে থেকে অন্য একজনকে বেছে নিতো। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি রাজখেড়ুর অধীনে দুটি দলে ভাগ হয়ে যেতো। আবার কখনো কোনো খেলোয়াড় অতিরিক্ত হয়ে গেলে তাকে খেলায় জ্যাক নাম দিয়ে নেওয়া হত। কোথাও কোথাও এই অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের নাম ছিল দুধুভাতি ও যৌথের।[১২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বউছি খেলার পদ্ধতি :

আমরা যদি এই বউছি খেলার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করি তাহলে এর মধ্যে লুকায়িত অনেক অজানা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুঁজে পাবো। উপরে লিখিত দিনেন্দ্রকুমার রায়ের বউছি খেলার বর্ণনা থেকে এই খেলার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছি। এই খেলার জন্য প্রধানত প্রয়োজন বড়ো মাঠ ও দুটি দল ও দুটি ঘর। একটি ছোট্ট গোলাকার ঘর সেখানে বউ থাকে তার থেকে প্রায় ২৫ গজ দূরে আরেকটি বড় চারকোণা বর্গাকার আকৃতির ঘর থাকে সেখানে দলের অন্যান্য খেলোয়াররা থাকেন। যে দল খেলার প্রথম দান পায় সেই দল তাদের একজন খেলোয়াড়কে বউ সাজিয়ে ছোট গোলাকার ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসে এবং নিজেরা ওই বর্গাকার ঘরে থাকে, অপর দল বউ-এর চারদিক ঘিরে পাহারা দেয়, তাদের প্রতিপক্ষ দল বউকে যাতে ঘরে নিয়ে যেতে না পারে। দানপ্রাপ্ত দলের উদ্দেশ্য হল প্রতিপক্ষ দলকে পরাজিত করে নিজেদের বউকে স্বাচ্ছন্দে ঘরে ফিরিয়ে আনা। অপরদিকে প্রতিপক্ষ দলের লক্ষ্য থাকে বউকে ছুঁয়ে দিয়ে নিজেদের দান অধিকার করা। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই যে, যে বা যিনি এ খেলায় বউ হন তিনি অধিকাংশই হন দানপ্রাপ্ত দলের মেয়ে অথবা দুর্বল প্রকৃতির ছেলে। এর কারণ হল বউকে বেশি দৌড়াতে হয় না কেবলমাত্র সতর্ক হয়ে থাকতে হয়, সুযোগ পেলেই ঘরে আসতে হয়। অর্থাৎ তার মধ্যে পুরুষত্বের ভাব সেভাবে থাকে না। অপরদিকে অন্যান্য খেলোয়াড়দের দম ও শক্তির প্রয়োজন হয় যাতে তাদের প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়ারদের ছুঁয়ে মেরে দিতে পারে। যা হল তাদের পুরুষত্বের প্রদর্শন। তবে এখানে মেরে দেওয়া বলতে খেলোয়াড়দের গায়ে কোনো আঘাত করা নয় কেবলমাত্র ছুঁয়ে দেওয়া তাতেই সে এক ধরনের মৃত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। দানপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের এই খেলার সময় কয়েকটি বচন উচ্চারণ করে প্রতিপক্ষ দলকে আক্রমণ করতে হয় সেই বচনগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। যেমন- কিতকিত, ছুউউউ, কাঁচা কলা পাকা আম বউ ছঁইতে গেছিলাম, চুপ গাব না চৌরী গাব পাতিনেবুর মাতি খাব প্রভৃতি।[১৩] দানপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের দম থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের ছুতে হয়, দম ছেড়ে দিলে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় দম ছাড়া খেলোয়াড়কে ছুতে সচেষ্ট হয় এবং তাকে ছুঁয়ে দিলে দানপ্রাপ্ত খেলোয়াড়ের মৃত্যু ঘটে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকে। খেলাটির ফলাফল অনেক রকম হতে পারে। যেমন- প্রথমত, দানপ্রাপ্ত দল নির্দিষ্ট দানের মধ্যে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের সবাইকে ছুঁয়ে দিয়ে সহজেই বউকে তাদের ঘরে এনে জয় লাভ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বউ প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের অবস্থান দেখে সহজেই ঘরে আসতে পারে তখন দানপ্রাপ্ত দলের জয় হয়। তৃতীয়ত, প্রতিপক্ষ দল দানপ্রাপ্ত দলের খেলোয়াড়দের কোন অবস্থায় ছুঁয়ে মেরে দিলে তারা সহজেই বউকে নিজের দখলে এনে খেলার দানের অধিকার লাভ করে। চতুর্থত, বউ যখন একলা ঘরের দিকে পৌঁছানোর জন্য রওনা হয় তখন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় যদি কেউ বউকে ছুঁয়ে দেয় তখন তারা খেলার দানের অধিকার লাভ করে। পঞ্চমত, দানপ্রাপ্ত দল নির্দিষ্ট দানের মধ্যে বউ ঘরে তুলতে না পারলে তখনও প্রতিপক্ষ দল খেলার দানের অধিকার লাভ করে।

বউছি খেলায় লুকায়িত ইতিহাস :

বাংলার জনপ্রিয় এই ঐতিহ্যবাহী বউছি খেলা প্রসঙ্গে অনেক লোকবিদ তাদের স্ব-স্ব মত ব্যক্ত করেছেন। অসীম দাস এই খেলার লুক্কায়িত এক বিষয় সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন, তার মতে আদিম কালের অপহরণমূলক প্রথার বিবাহের সময়ে কন্যা অপহরণের পর কন্যা পক্ষ এবং বরপক্ষের মধ্যে যে লড়াই সংঘটিত হত, সেই যুদ্ধের দৃশ্যটি বহুসহস্র বৎসরের পথ অতিক্রম করে এই খেলার মধ্যে টিকে রয়েছে। তিনি এই খেলার মধ্যে বরপক্ষের লোকেদের কন্যা পক্ষ থেকে কন্যা অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের এলাকায় আগলে রাখার বিষয়, এবং কন্যা পক্ষের লোকেদের বর পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কন্যাকে নিজেদের দখলে আনবার বিষয়টি খুজে পেয়েছেন।[১৪] আবার বরুণ চক্রবর্তী এই খেলা বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে মানুষের একপত্নীক বিবাহ পদ্ধতিকে স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে নারী পুরুষের মধ্যেকার যে অবাধ যৌন সম্পর্ক ছিল সেই বিষয়টি খুজে পেয়েছেন। ড. চক্রবর্তীর মতে প্রাচিনকালে যে বা যিনি নারীকে অপহরণ করে নিয়ে যেত, তার যেমন লুণ্ঠিত নারীর উপর যৌন অধিকার স্থাপিত হত, তেমনি অপহরণকারীর সঙ্গীরাও সেই একই সুযোগ লাভ করত। তাতেই নারী লুণ্ঠনে নারী পক্ষীয়রা ও বিপক্ষীয়রা সমান উৎসাহ বোধ করত। সেই বিষয়টি এই খেলার মধ্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।[১৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ড. দাস ও চক্রবর্তী এই বউছি খেলার মধ্যে প্রাচীন কন্যে পক্ষ ও বর পক্ষের লড়াই এবং যৌন অধিকারের লড়াইয়ের বিষয়টি তুলে ধরলেও এই খেলার মধ্যে লুক্কায়িত ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে নারীদের যে সামাজিক অমর্যাদা ও বন্দি জীবন এবং তাদেরকে ঘিরে পরিবারের পুরুষদের রক্ষাকারী হিসেবে যে চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয় সম্পর্কে এরাঁ একেবারে স্পিক টু নট। আমরা যদি বউছি খেলার বউ এর যে ঘর তা বিশ্লেষণ করি তাহলে নারীদের এক বন্দি জীবনের ছবি খুজে পাব। এই খেলায় বউ যে ঘরে বসে থাকেন তা হল বউ এবং তার পরিবারের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। কারণ বউ ওই ঘরে থাকা অবস্থায় তাকে কেও মারতে পারে না এবং তার পরিবার বা দল পাশে থাকায় সে ভয়ও করে না অর্থাৎ বউ এর এই ঘরটিকে নারীর পতিঘর হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ আমরা যদি প্রাচীন ভারত থেকে নারীর ইতিহাস লক্ষ্য করি তাহলে দেখব পতির ঘরে নারীরা সারাজীবন বন্দী ও নিরাপদ ছিলেন। যেখানে পুরুষেরা তাদের রক্ষনাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা দান করতেন। মনুর মতে স্বামী যদি দুর্বলও হয় তবুও তাকে তার স্ত্রীর সারাজীবনের সম্ভাব্য নিরাপত্তা দিতে হবে এবং নিজের অধীনে স্ত্রীকে রাখতে হবে (মনুস্মৃতি গ্রন্থ ৯.২)। তার মতে নারীরা শিশু অবস্থায় পিতার অধীনে, বধূ অবস্থায় স্বামীর অধীনে এবং বৃদ্ধ অবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকবেন[১৬] অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে নারীদের উপর পুরুষরা আধিপত্য স্থাপনের পাশাপাশি তাদেরকে সুরক্ষাও দান করতেন। পুরুষদের নারীদেরকে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবার যে প্রচেষ্টা তা এই খেলার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। আবার এই প্রসঙ্গে রামায়নের কাহিনীও স্মরন করা যেতে পারে। যেখানে সীতা লক্ষণের দেওয়া লক্ষণগন্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে যাওয়ায় অপহৃত হয়েছিলেন এবং রামচন্দ্রের কাছে অপবিত্র হয়ে উঠেছিলেন। এখানে যদি বউকে সীতা, বউএর দলকে রামচন্দ্রের দল ও প্রতিপক্ষ দলকে রাবনের দল হিসাবে ধরে নি তাহলে এই খেলা অনুযায়ী লক্ষ্য করবো এই বউ অর্থাৎ সীতা একটি গোলাকার ছোট ঘরে বসে থাকেন এই ছোট্ট ঘরটিকে আমরা লক্ষণগন্ডি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই ঘরটি হল সীতার রক্ষাকবচ যেখানে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। সে ঘরের বাহিরে বেরোলে আক্রান্ত হবেন। খেলার নিয়ম অনুযায়ী রামপক্ষ বর্গাকার ঘরে থাকেন এবং রাবণপক্ষ শত্রুর মতো সীতার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। রামপক্ষের চেষ্টা থাকে তারা রাবণপক্ষকে পরাজিত করে নিজেদের পবিত্র সীতাকে স্বমর্যাদায় ঘরে নিয়ে আসবেন। অপরদিকে যখনই সীতা লক্ষণগন্ডি অতিক্রম করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন তখনই রাবণ পক্ষ সীতাকে ছুঁয়ে দিলে সীতার পবিত্রতা নষ্ট হবে, আর তখনই রাবণপক্ষ জয়ী হবে। রামায়ণের কাহিনী অনুসারে ঠিক এমনই ঘটনা ঘটেছিল। যখনই সীতা লক্ষনগন্ডি অতিক্রম করেছিল ঠিক তখনই রাবণপক্ষ সীতাকে নিজেদের অধীনে নিয়ে এসেছিল এবং তাতে সীতার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছিল। যা ছিল রামপক্ষের কাছে অত্যন্ত লজ্জার ও অপমানের। এরফলে রামপক্ষের পরাজয় ঘটেছিল এবং রাবণপক্ষ জয়ী হয়েছিল এবং কাহিনীর নেপথ্যে এই ভাবে সীতাকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য রাম ও রাবণ পক্ষের লড়াই চলেছিল। যা এই বউছি খেলার বিভিন্ন দানের হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। যে কারণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অনেক অঞ্চলে এই খেলাটিকে সীতাহরণও বলা হয়।[১৭] সুতারাং এই বিষয়টি থেকে এটা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারীকে গৃহের মধ্যে বন্দি রেখে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের যে লড়াই পুরুষরা শুরু করেছিলেন তা পরম্পরা ক্রমে এই বউছি খেলার মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছিল। আর এই খেলার মধ্যে দিয়ে বাংলার ছেলেমেয়েরা বংশ পরম্পরায় নারীকে নিরাপত্তা প্রদানের যে শিক্ষা অর্জন করেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায় ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে নারী পুরুষের জীবন চরিত্র থেকে। আসলে খেলা কেবল খেলা নয়, মানুষের ভবিষ্যত প্রস্তুতির মহড়াও বটে। যে কথা কার্ল গ্রুস[১৮] স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়-

> "প্রয়োজন সাধনের জন্য আমরা যে সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলায় প্রকাশ করতে পাই। ...তদসত্বেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেই জন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে।"[১৯]

তবে এখানে বলে নেওয়া ভালো যে, জীবনযাত্রার নকল খেলায় নয় খেলার নকল এসে পড়েছিল উনিশ ও বিশ শতকের সমাজ রাজনীতির বাস্তব জীবনচর্চায়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ রাজনীতির বাস্তব ময়দানে বউছি খেলার রুপ :

এখন প্রশ্ন হল ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ রাজনীতির ময়দানে কিভাবে এই বউছি খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল? এখানে আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, এই বউছি খেলা কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকের সমাজ রাজনীতির ময়দানে ছেলে মেয়েদের প্রতিযোগিতা রূপে অনুষ্ঠিত হয়নি সেখানে তার বাস্তব রূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা যদি উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার রাজনৈতিক ময়দানে নারীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের চরিত্র লক্ষ্য করি তাহলে সেখানে বউছি খেলার অনুরূপ এক দৃশ্য খুঁজে পাবো। উনিশ শতকের শেষভাগে ভদ্রলোকেরা নারীদের (নতুন ভদ্রমহিলা) আধ্যাত্মিকতার রুপ (দেবী) হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। যারা মনে করেছিলেন নারীরা ঘরের অভ্যন্তরে থাকায় তারা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত ও পবিত্র আর পুরুষরা বাইরের জগতে বিচরণ করায় তারা ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনস্ত।[২০] যে কারণে ভদ্রলোকেরা নারীদের পবিত্রতা রক্ষা ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে নারীদের আড়াল করার লক্ষ্যে বউছি খেলার অনুরূপ এক খেলায় সামিল হয়েছিলেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। যার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় ১৮৯১ সালে ব্রিটিশরা যখন সহবাস সম্মতি আইন তৈরি করে নারীদের সহবাসের বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করেছিলেন, ঠিক সেই সময় নারীদের উপর ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা হবে এবং ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হবে এ আশংকায় বহু ভদ্রলোক বিশেষ করে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদিরা গেল গেল বলে রব তুলেছিলেন এবং তারা তীব্র বিরোধিতার এক খেলায় (বউছি খেলা অনুরূপ) সামিল হয়েছিলেন।[২১] তাছাড়া বাইরের জগতে নারীরা যাতে বেরোতে না পারে সে বিষয়ের প্রতিও ভদ্রলোকেরা সদা সর্বদা সজাগ ছিলেন, যে কারণে নারীরা বাইরে বেরোলেও তারা ছিল অবগণ্ঠিত এবং সিনেমা কিংবা থিয়েটারে তাদের স্থান ছিল পর্দার আড়ালে।[২২] এখানে যদি আমরা উনিশ শতকে নারীর ঘরকে বউছি খেলার বউ বসার বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখব বউ যেমন তার বসার ঘরের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের অধিনে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও বাইরের জগতে অসুরক্ষিত ছিলেন ঠিক তেমনি উনিশ শতকের বাংলার সমাজে নতুন ভদ্র মহিলাদেরও একই অবস্থা ছিল। যাকে কেন্দ্র করে ভদ্রলোক ও ব্রিটিশদের মধ্যে বউছি খেলার অনুরূপ এক খেলা শুরু হয়েছিল।

রাজনীতির ময়দানের পাশাপাশি উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার সামাজিক ময়দানেও বউছি খেলার অনুরূপ এক প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। যেখানে ঘরের মধ্যে নারীরা ছিল সুরক্ষিত এবং বাইরের জগতে ছিল অসুরক্ষিত। যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে। বাইরের জগতে নারীরা যে মোটেও সুরক্ষিত ছিলেন না তার স্পষ্ট প্রমাণ এই উপন্যাসে দূর্গার অসহায় মৃত্যু থেকে পাই। এই উপন্যাসের বিবরণ অনুযায়ী দুর্গা ছিল একজন চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে সে ঘরের মধ্যে খেলতে বেশি পছন্দ করত না, তার পরিবর্তে সে বাইরের জগতে বনে বাদাড়ে থাকতে অনেক বেশী পছন্দ করত,

> “সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে, পাড়ার সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধুলা নাই। কোথায় কোন ঝোপে বৌচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন গাছটায় আমের গুটি বাঁধিতেছে, কোন বাঁশতলায় শোয়াকুল খাইতে মিষ্টি এসব তাহার নখদর্পণে।”[২৩]

কিন্তু মেয়েদের এরূপ বিশৃঙ্খলা ও তার বাড়াবাড়ি, বাইরের প্রতি সর্বক্ষণের আকর্ষণ সাংসারিক বড়দের বেশ বিরক্ত করেছিল। তাই দশ এগারো বছরের বালিকা দুর্গাকে তার মা এর কাছ থেকে শুনতে হয় –

> “কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? ...অত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দুখানা করে নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেঁধে বেড়াচ্ছেন।”[২৪]

তবে সংসারের এই অনাসৃষ্টির ভারি বে-আক্কেলা মেয়ে দুর্গা তার অভিভাবকদের কাছে বেশি দিন দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেনি। এক ঝড়ের রাতে তার বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে সর্বগ্রাসী রোগের কোরাল গ্রাসে পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূর পাড়ে কোন পথহীন পথে চঞ্চল, আনন্দমুখর দুর্গার মুখখানা চলে গিয়েছিল নদীর এপার থেকে ওপারে। এভাবেই মৃত্যুর পরিণতিতে দূর্গা সরে যায় কিংবা সরে যেতে বাধ্য হয় কাহিনী মহানেপথ্যে। অর্থাৎ সেই সমাজে ঘরের চিহ্নিত লক্ষণের গণ্ডি পার করে চঞ্চলতার উস্কানিতে মেয়েদের ঘরের বাইরে বার হওয়ার মর্মান্তিক পরিণতি ছিল খোদ মৃত্যু। নিয়ম নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পথে বেরিয়ে একেবারের মত পথ হারিয়ে ফেলাই ছিল এক নির্মম হুঁশিয়ারি! যা বউছি খেলার মধ্যেও স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 259 - 265
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার এই বউছি খেলার চিত্র ও তার প্রতিযোগিতা কেবলমাত্র খেলার মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। তা, উনিশ ও বিশ শতকের বাংলায় সমাজ রাজনীতির ময়দানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ খেলা কেবল মাঠের মধ্যে দুই বা ততোধিক দলের প্রতিযোগিতা নয়, মাঠের বাইরেও আরেক সমাজ রাজনীতির ময়দান থাকে, যেখানে কোনো ঐতিহ্যবাহী খেলার অনুরূপ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তা হয় অন্যভাবে অন্যরূপে, যে বিষয় গুলিকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাহলেই খেলা বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী খেলার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে।

Reference:

১. আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলা লোক-সংস্কৃতি,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫
২. সেনগুপ্ত, শঙ্কর, *বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,* কলকাতা, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ১৯৭২
৩. দাস, অসীম, *বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১
৪. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *বাঙলার লোকক্রীড়া,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০১
৫. Ghosh Kundan and Pinaki Mullick, "Anthropology and Folklore Studies in India: An Overview", *International Journal of Science and Research,* Vol. 9, 2020, p. 528
৬. দাস, অসীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২
৭. ব্যানার্জি, অলোক কুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ১৯৯৫, পৃ. ৫-৬
৮. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
৯. রায়, দীনেন্দ্রকুমার, *পল্লীবৈচিত্র,* কলকাতা, মিত্র প্রেস, ১৯০৫, পৃ. ৮৫-৮৬
১০. দাশগুপ্ত, বিনোদেশ্বর, "বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ", *সাহিত্য পরিষদ,* ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৪-২৩২
১১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
১২. দাশগুপ্ত, বিনোদেশ্বর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
১৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
১৪. দাস, অসীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
১৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭
১৬. Adhikari, Shukra Raj, "Manu Smriti as the Protection of Female in Hindu Philosophy: In the Dimension of Structural-Functionalism", *Philosophy Study,* Vol.10, 2020, p. 5-6
১৭. গবেষক কতৃক সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা।
১৮. দাস, অসীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "তথ্য ও সত্য", *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খন্ড ১২, পৃ. ৪৩৮
২০. Chatterjee, Parta, *The Nation and Its Fragments: Colonial and Post Colonial History,* Delhi, Oxford University, 1994, p.p-116-157
২১. Sarkar, Tanika, "A Prehistory of Rights: The Age of Consent Debate in Colonial Bengal", *Feminist Studies,* Vol. 26 (3), 2000. আরো বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন সরকার, তনিকা, *হিন্দু ওয়াইফ হিন্দু ন্যাশন: কমিউনিটি, রিলিজিয়ান এন্ড কালচারাল ন্যাশনালিজম,* দিল্লি: পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০৭
২২. চ্যাটার্জী, পার্থ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ১১৭-১৫৭, এবং মুরশিদ, গোলাম, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি,* ঢাকা, অবসর, ২০১২, পৃ. ২৩৫-২৩৮
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আম আঁটির ভেঁপু,* কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ২০১১, পৃ. ২৪-২৫
২৪. তদেব, পৃ. ১৫